# বাগদাদ থেকে কুর্দিস্থান- কুর্দিস্থানের দিনগুলি

শোভন শামস্

# কুর্দিস্থান - কুর্দিদের আবাস ভূমি

কুর্দিদেরকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এথনিক মাইনরিটি হিসাবে গন্য করা যেতে পারে । এই বিশাল জনগোষ্ঠি তথা জাতি পাঁচটা দেশের অংশে হিসাবে বসবাস করছে এবং প্রত্যেকেই যে সব দেশের সংখ্যা লঘিষ্ট সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত। বর্তমানে কুর্দিরা তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক, ইরান এবং এই দেশগুলো সংলগ্ন প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের কিছু দেশে বসবাস করছে । জনসংখ্যায় তারা ২০ থেকে ৩০ মিলিয়ন। এসব দেশে কুর্দিরা স্বাধীনভাবে তাদের ভাষা ব্যবহার করতে পারছে না এবং তাদের জীবনযাত্রা স্বাধীন ও স্বতস্ফূর্ত নয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই কুর্দিজাতি তাদের অবস্থানের দোষে বসবাসকারী দেশের সরকারের সাথে বিরোধ পূর্ণ সম্পর্ক নিয়ে অবস্থান করে আসছে। এটার মূল কারন হলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য কুর্দিদেরকে তাদের শত্রুদের থেকেও মাঝে মাঝে সাহায্য নিতে হয়। এটা কোন সরকারের পছন্দ হওয়ার কথা না। মোটকথা কুর্দিদেরকে সবাই তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে আসছে যুগ যুগ ধরে । বিভিন্ন বাধা ও সমস্যার কারনে কুর্দিরা শিড়্গা থেকে বঞ্চিত এবং এখনো এরা পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী হিসেবে গন্য হয়ে আছে । যদিও কিছু কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও গুটিকতক ব্যক্তি বাইরে থেকে উচ্চশিড়্গা লাভে সমর্থ হয়েছে কিন্ত বাদবাকী জনগোষ্ঠী এখন প্রায় অশিড়্গিত ও অর্ধশিড়্গিত ।

বহুযুগ ধরে কুর্দিরা পাহাড় এবং উচ্চ ভূমিতে বসবাসে অভ্যস্থ। ইদানিং কয়েক দশক ব্যাপী তাদের ভিতর শহরে বসবাসকারী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়েছে যারা আর আগেকার মতো পাহাড়ে বা গ্রামে থাকছে না। এদের জীবন যাত্রার মানও পাহাড়ী পূর্ববর্তীদের থেকে আলাদা। এত সব পরিবর্তনের পাশাপাশি তাদের মধ্যে পূর্বকার সামাজিক গ্রন্নপ ও অন্যান্য সংস্কৃতিক আচার আচরন আঁকড়ে ধরে রাখার প্রবনতা এখনো রয়ে গেছে এবং তারা রীতিনীতি পালনকালীন গর্ব অনুভবও করে থাকে। যুগ যুগ ধরে কুর্দীরা তাদের চারপার্শ্বের শক্তিশালী জাতিদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়ে আসছে ও আসছিল এটাই যেন তাদের নিয়তি। ১০ম শতাব্দীতে আরবরা কুর্দিদের উপর নৃশংষ ধবংসযজ্ঞ চালিয়েছিল । ১৯২০ সালে ব্রিটিশরা কুর্দিদেরকে ব্যাপক বোমা হামলায় ধবংস করতে চেয়েছিল । ১৯৮৮ সালে ইরাকী প্রশাসন আনফাল অপারেশন এর মাধ্যমে রাসায়নিক বোমা দ্বারা কুর্দিদের ব্যাপকভাবে হত্যা করেছিল । এত কিছুর পরও ভবিষ্যতে কুর্দিদের জীবনের নিরাপওা কোন জাতি দেশ বা মানব সমাজ কি দিতে পারবে ? কুর্দিদের ভবিষ্যত কি নিরাপদ ?

কুর্দিদের আবাসভূমি

কুর্দিদের আবাসভূমি কুর্দিস্থান দেখতে অনেকটা বাঁকা চাঁদের মত এবং ৫টি দেশে তা ভাগ হয়ে আছে । এটা পার্বত্য মালভূমি অঞ্চল। দড়্গিণে পারস্য উপসাগর ও উত্তর পশ্চিমে এটা ভূমধ্য সাগরের তটরেখা ছুয়েছে।

কুর্দিস্থানের এলাকা যা কুর্দিরা নিজেদের বলে দাবী করে তা ফ্রান্সের চেয়ে বড় এক অঞ্চল । এটা তুরস্কের জাগ্রোস পর্বতমালা থেকে শুরম্ন হয়ে সিরিয়া, ইরাক, ইরানের কিছু জায়গায় বিস্তৃত । অন্যভাবে বলা যায় এটা ইরানের মালভূমি থেকে পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত মেসোপোটোমিয়া স্তেপ অঞ্চল জুড়ে । উত্তরে আর্মেনিয়া টেবিল ল্যান্ড ও পশ্চিমে আনাতোলিয়া নিম্নভূমি পর্যন্ত ছাড়িয়ে আছে। এর আয়তন আনুমানিক ৫,৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার । এই অঞ্চল তেল ও খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ । এর উচ্চভূমি বিভিন্ন নদীর উৎসমূল যা জল বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়ক । শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অত্যাচার উৎপীড়ন কুর্দিদের ধবংস করতে পানেনি । বর্তমান কালে কুর্দিদের নবজাগরন তাদের অস্তিত্বকে আবার নতুন ভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরেছে । কতকাল আর তাদের স্বাধীনতার স্পৃহাকে অমর্যাদা করা যাবে । কুর্দিরা এখন সোচ্চার তাদের স্বাধীনতার দাবিতে।

## ইতিহাস- কুর্দিস্থান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্ক যখন নিঃশর্ত আত্নসমর্পন করে তখনই অটোমান সাম্রাজ্যকে মিত্রবাহিনী খন্ড বিভক্ত করে । ফলশ্রম্নতিতে কুর্দিস্থানও বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায় । ইরান ছাড়া মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে অবস্থানকারী কুর্দিরা ১৬৩৯ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত প্রায় ৩ শতাব্দী ধরে অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল । কুর্দিরা ইন্দোইউরোপিয় জাতিগোষ্ঠির আওতাধীন । এদের আদি অবস্থান বিতর্কিত এবং অসচ্ছ । তবে তারা যে পৃথিবীর প্রাচীনতম গোষ্ঠীর একটি এব্যাপারে কোন দ্বিধা নেই। খৃষ্টের জন্মের বহু যুগ আগে পশ্চিম ইরানে সুমেরিয়ান, ব্যাবিলনিয়ান এবং পর অ্যাসিরিনিয়ান জাতি বসবাস করত । পরবর্তীতে এই অ্যাসিরিয়রা গুটো বা কুর্দি হিসেবে পরিচিত ছিলো । খ্রীষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীতে মিডরা আসিরিয়দেরকে পরাজিত ও দখল করে । খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৫০ সালে পারসিকরা মিডসদেরকে পরাজিত করে এই এলাকা দখল করে নেয়। সে সময় পারসিকরা সেখানে অবস্থানরত জাতিদের সাথে কোন সমস্যা ছাড়াই একত্রীভূত হয়ে যায় । কুর্দিরা পারসিকদের নেতা জরাথ্রম্নষ্ট এর ধর্ম গ্রহণ করে।

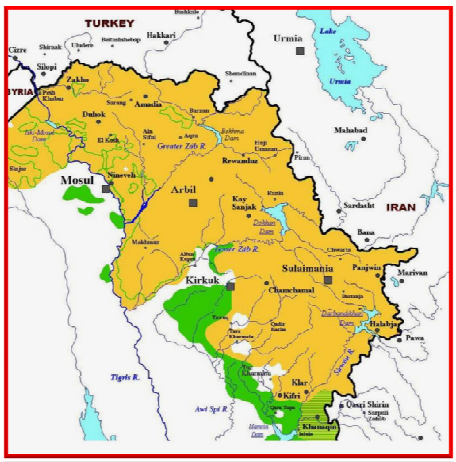


ইরাকী কুর্দিস্থান (ইরবিল, সোলেমানিয়া ও ডহুক)

খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ সালের দিকে এরিয়েনরা মধ্য এশিয়ার আবাস ভূমি থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে । খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ সালের দিকে এই অভিবাসন বেশ দ্রম্নতগতি লাভ করে এবং তারা আফগানিস্তান, ভারত, জাগরোস মালভূমি (তুরস্ক ইরান এলাকায় অবস্থিত) ও ইউরোপে ছাড়িয়ে যায় । এরা যেখানেই যেত সেখানেই তাদের ভাষা ও কৃষ্টি দখলকৃত জাতিদের উপর চাপিয়ে দিত । কিছু ঐতিহাসিক দলিলে খ্রীষ্ট পূর্ব ৩০০ সালের দিকেও কুর্দিদেরকে জাগরোস এলাকায় বসবাস করতে দেখা গেছে বলে প্রমান রয়েছে ।

জাগ্রোস পার্বত্য এলাকায় বহু জাতি উপজাতি সেই প্রাচীন কাল থেকে বাস করে আসছিল । এদের অনেকের কথা প্রাচীন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে । এদেরই কোন কোন গোত্র কখনো কখনো পারাক্রমশালী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করত এবং পার্বত্য এলাকা ছাড়িয়ে তখন এদের আধিপত্য সমভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হতো । ইতিহাসে এই সব জাতিগুলোকে জাগ্রোস গোত্রের জনসমষ্টি বা জাগ্রোস জাতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরা জাতি ও ভাষার দিক থেকে প্রাচীন কুর্দিদের স্বজাতি ।

প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে কুর্দিরা জাগ্রোস মালভূমির আধিবাসী ছিল এবং এরা জাতি ও ভাষাগত দিক থেকে প্রাচীন ককেসীয় জাতির বংশধর । কুর্দিরা ককেসিয়ান ভাষায় কথা বলত এবং বর্তমান জার্জিয়ায় কিছু গোত্রের মাঝে ভাষার সেই প্রাচীন রূপটি এখনো দেখা যায় । সুমেরীয় নগর রাষ্ট্র, ব্যাবিলন ও আসিরিয় সম্রাটরা বার বার কুর্দিদের বিরুদ্ধে আক্রমন পরিচালনা করত । সমভূমি ও মালভুমিতে বসবাসরত এই জাতিদের কলহের ও সংঘাতের কারণে কুর্দিদের সম্বন্ধে অনেক কিছু প্রাচীন আসিরিয়ায় ইতিহাসে লেখা আছে।

সপ্তম শতকে খলিফা ওমর পারস্য আক্রমন করেন এবং কুর্দিস্থান ও আর্মেনিয়া তার দখলে আসে । এ সময় কিছু কিছু কুর্দি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে । আর্মেনিয়ানরা নতুন শাসককে মেনে নেয় কিন্ত কুর্দিরা তার বিরোধীতা চালিয়ে যেতে থাকে । ৯৮০ সালে আরব আক্রমনে অনেক কুর্দি নিহত হয়। সময়ের সাথে সাথে অনেক কুর্দি ইসলাম গ্রহন করে ও খাজনা মওকুফ ও তাদের এলাকায় স্বাধীনতা লাভ এর মত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকে । ১১ শতক পর্যন্ত কুর্দিরা স্বায়ত্বশাসনের সুযোগ ভোগ করে । ১৬ শতকের শুরন্নতে উসমানিয়া শাসকগন কুর্দিস্থানকে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করে নেয় তবে কুর্দিরা তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সব সুবিধাগুলো ভোগ করছিল অর্থাৎ তারা প্রায় স্বাধীনভাবেই জীবন যাপন করছিল ।

এই সময়কালে কুর্দিরা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বেশ কয়েকবার বিদ্রোহ করে। তবে এই বিদ্রোহগুলো কঠিন হাতে দমন করা হতো । তারা সফল না হওয়ার কারন হলো নিজেদের মধ্যে অন্তকলহ যা তাদের উদ্দমকে দূর্বল করে দিয়েছিল । ১ম বিশ্বযুদ্ধ কুর্দিদের স্বাধীনতার এক অপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছিল । এ সময় ও অনেক কুর্দি উপদল উসমানিয়া সাম্রাজ্যকে সাপোর্ট করেছিল । কুর্দিদের স্বাধীনতা না পাওয়ার অন্যতম কারণ হিসাবে তাদের কমন সেন্সের অভাবকেই দায়ী করা যেতে পারে । নিজেদের ভেতরে কোন্দল করার প্রবনতা কুর্দিদের সহজাত যা তারা কয়েক শতক ধরে চালিয়ে আসছিল এবং এখনও তাদের ভিতরে এই সমস্যা রয়ে গেছে ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক হেরে যায় । তার ফলশ্রন্নতিতে অটোমান সাম্রাজ্যে ভেংগে দেয়া হয় ও কুর্দিদেরকে ৫টি দেশে ভাগ করে দেয়া হয়। সেই ভাগ অনুযায়ী কুর্দিরা তুরস্ক, সিরিয়া, ইরাক, ইরান ও প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাস করছে । বর্তমানে প্রায় ২৫ মিলিয়ন কুর্দি সমগ্র কুর্দিস্থানে বসবাস করছে । এর মধ্যে তুরস্কে ১২ মিলিয়ন, ইরানে ৭ মিলিয়ন, ইরাকে ৪ মিলিয়ন, প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে ১.১৫ মিলিয়ন ও সিরিয়াতে ১ মিলিয়ন কুর্দি বর্তমানে বসবাস করছে । কুর্দিদের জ্ঞাতি গোষ্ঠীর কিছু কিছু লোকজন বালুচিস্থান, আফগানিস্থান ও আলজেরিয়াতে ও ছড়িয়ে আছে। বর্তমানে সংকটের কারণে প্রায় ১,৭০,০০০ কুর্দি কানাডা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাস করছে। ইরাকী কুর্দিস্থানের পূর্বে ইরাণ, উত্তরে তুরস্ক, পশ্চিমে সিরিয়া এবং দক্ষিণে ইরাক। কুর্দিস্থানের রাজধানী ইরবিলে। কুর্দিদ স্বায়ত্ব শাসিত অঞ্চলে ডহুক,ইরবিল ও সোলেমানিয়া এই তিনটি প্রদেশ রয়েছে। এই অঞ্চল প্রায় ৪০,০০০ বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে

গঠিত। ইরাকী কুর্দিস্থানের জনসংখ্যা প্রায় চার মিলিয়ন। কুর্দিস্থানের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কেডিপি ও পি ইউকে। এ ছাড়া সোসালিষ্ট পার্টি অব কুর্দিস্থান,ইসলামিক মুভমেন্ট ও অন্যান্য ছোট ছোট দল রয়েছে।

১৯২৩ সালে শেখ মোহাম্মদ বারজানী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং উত্তর ইরাকে কুর্দি রাজ্য ঘোষণা করে। কুর্দি প্রদেশ সোলেমানিয়া ১৯২৪ সালে পুনরায় ব্রিটিশদের অধিকারে আসে। কুর্দিদের স্বায়ত্ব শাসনের দাবী জাতিসংঘে উপেক্ষিত হয়। ১৯৪৩ সালে মোল্লা মোস্তফা বারজানী অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইরবিল এবং এর আশেপাশের কিছু এলাকা দখল করে। ১৯৪৬ সালে ইরানী কুর্দিদের সহায়তায় স্বাধীন কুর্দি রাজ্য মাহাবাদ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৬ সালে প্রথম বারের মত কুর্দিস্থান ডেমোক্রেটিক পার্টি (কেডিপির) প্রথম কংগ্রেস বসে। ইরানের আক্রমনের ফলে মাহাবাদ প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটে এবং মোস্তফা বারজানি সোভিয়েট ইউনিয়নে পালিয়ে যায়। ১৯৬১ সালে ইরাকী সরকার কুর্দি বিদ্রোহের কারণে কেডিপিকে অবৈধ ঘোষণা করে। ১৯৭০ সালে ইরাকী সরকার কুর্দিদের সাথে শান্তিচুক্তি করে এবং সংবিধান সংশোধন করে। সেখানে কুর্দি জাতি আলাদা ভাবে স্বকীয়তা পায় এবং কুর্দি ভাষা ইরাকের অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে স্থান লাভ করে।

ইরাক সরকার কুর্দিস্থানের আন্তর্গত তেল সমৃদ্ধ অঞ্চল কিরকুক,কুর্দিস্থান অটোনোমাস রিজিয়ন থেকে আলাদা করে দেয় এর ফলে ১৯৭৪ সালে মোস্তফা মোহাম্মদ বারজানীর সাথে ইরাক সরকারের সম্পর্কের অবনতি হয়। আলজিয়ার্সে ১৯৭৫ সালে ইরান-ইরাক চুক্তির ফলে ইরান কুর্দি বিদ্রোহীদের উপর থেকে তার সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় এবং বারজানী রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ায়।কেডিপির নেতৃস্থানীয় সদস্য জালান তালেবানী দামেস্ক থেকে পেটরিয়টিক ইউনিয়ন অব কুর্দিস্থান ( পিইউকে ) প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। ১৯৭৯ সালে মোস্তফা বারজানী মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর ছেলে মাসুদ বারজানী কেডিপির নেতৃত্ব গ্রহন করে। ১৯৮০ সালের  ইরাক ইরান যুদ্ধে পিডিকে ইরানকে সমর্থন দেয় কিন্তু পিইউকে ইরানের বিরোধিতা করে।

জালাল তালেবানী ও মাসুদ বারজানী

১৯৮৬ সালে ইরান পিডিকে ও পিইউকের মধ্যে সমঝোতার জন্য সাহায্য করে এবং উভয় দলকে সহায়তা করবে বলে জানায়। ১৯৮৮ সালে ইরানীয়ান বর্ডার সংলগ্ন শহর হালাবজাতে ইরাকীরা বিষাক্ত গ্যাস আক্রমন চালায় এবং এতে বহু কুর্দি নিহত হয়। ১৯৯১ সালে ইরাকী আক্রমনে বহু কুর্দি রিফিউজি হয়ে পাহাড়ে পালিয়ে যায়। ১৯৯৬ সালে কেডিপি ইরবিল দখল করে এবং সাদ্দাম হোসেনের সহায়তায় পিইউকে অধ্যুষিত সোলেমানিয়াও দখল করে নেয়। তারপর তা আবার পি ইউ কে পুনঃ দখল করে। ১৯৯৭ সালে পি ইউ কে সোলেমানিয়াতে নতুন সরকার ঘোষণা করে এবং পি ডিকে ও পি ইউ কে একত্রে কুর্দিস্থানের স্বায়ত্ব শাসন দাবী করে। ২০০৩ সালে জালাল তালেবানী ও মাসুদ বারজানী মিলিত ভাবে কুর্দিস্থানের নেতৃত্ব গ্রহন করে। ২০০৫ সালে পি ইউকে নেতা জালাল তালেবানী ইরাকের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এবং সে বছর ইরবিলে কুর্দিস পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন বসে। মাসুদ বারজানী কুর্দি স্বায়ত্ব

শাসিত অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট পদ লাভ করেন। ২০০৯ সালে মাসুদ বারজানী পুনরায় কুর্দিস্থান স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কুর্দিস্থানে অশান্ত পরিস্থিতি এখনো বিরাজমান। তবে ইরাকী আগ্রাসনের ভয় কমে যাওয়াতে ধ্বংস প্রাপ্ত স্থাপনাগুলো পুনর্নির্মিত হচ্ছে এবং ইরাকী কুর্দিস্থান আবার নতুন সাজে সজ্জিত হবে আশা করা যায়।

## কুর্দিদের ভাষা

আধুনিক কুর্দি জাতি ইন্দো ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীর অর্ন্তগত। কুর্দি ভাষা আইরিয়ান বা ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের একটা শাখা। এই ভাষা পরিবারে কুর্দিস, বালুচ, পার্সিয়ান, আফগান, উর্দ্দু, রাশিয়ান, জার্মান ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজী ভাষা রয়েছে। সমস্ত ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার একটা সাধারন মূল রয়েছে। এই ভাষা প্রাচীন আইরিয়ান ভাষা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে । মধ্য এশিয়ার নর্মাদ আইরিয়ান গোত্র এই ভাষায় কথা বলত। খ্রীষ্ট পূর্ব ২৫০০ সালের দিকে এরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে । খ্রীষ্ট পূর্ব ১৫০০ সালের দিকে এদের স্থানান্তরের গতি বেশ বেড়ে যায় । এই জাতি যেখানেই যেত সেখানের লোকজনের উপর তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি চাপিয়ে দিত ।

প্রাচীন কুর্দিরা ককেসিয়ান জাতিভূক্ত ছিল এবং তারা প্রাচীন ককেশীয় ভাষায় কথা বলত । এদের ভাষাগত পরিবর্তন আসে মেডিয়ান জাতি গোষ্ঠীর দ্বারা জাগ্রোস এলাকা শাসন আমলে । এ সময় কুর্দিরা তাদের প্রাচীন ককেশীয় ভাষা পরিবর্তন করে মিডদের ভাষায় কথাবার্তা শুরন্ন করে। এই মিডদের ভাষাও অনেকটা প্রাচীন আইরিয়ানদের মতই এবং তাদের ভাষাও সেই প্রাচীন ভাষারই শাখা ছিল । কুর্দিরা তাদেরকে মিডসদের বংশধর বলে ও দাবী করে থাকে। মিডরা প্রায় ১৫০ বৎসর জাগ্রোস এলাকা শাসন করেছিল এবং এসময় জাতিগুলো সবাই মিডদের ভাষা গ্রহন করে । আধুনিক কুর্দিরা আরবী হরফে লিখে থাকে তবে তাদের ভাষার ভিতর অনেক উর্দ্দু হিন্দি শব্দ আছে। পেয়াজ, বিরিয়ানী ইত্যাদি শব্দ কুর্দি ভাষায়ও আছে । তাদের সংখ্যাগুলো যেমন এক দো ছে চোয়ার অনেকটা আমাদেরই মত।